Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ২ এপ্রিল, ২০১৯

৪২ বর্ষ ১৩ সংখ্যা ১ এপ্রিল, ২০১৯, সোমবার, ১৭ চৈত্র, ১৪২৫

অধ্যাপক সুধীর রায়ের জীবনাবসান

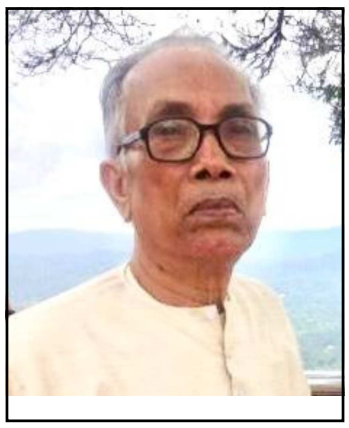

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৩০মার্চ : প্রাক্তন সাংসদ অধ্যাপক ও শিক্ষা আন্দোলনের সর্বভারতীয় নেতা প্রবীণ সিপিআই(এম) নেতা অধ্যাপক সুধীর রায়ের জীবনাবসান ঘটেছে। বয়স হয়েছিল ৮৬। ভোররাতে বার্ধক্যজনিত রোগে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন সিপিআই(এম)-এর প্রবীণ নেতা মদন ঘোষ, পূর্ব বর্ধমান জেলা সম্পাদক অচিন্ত্য মল্লিক প্রমুখ। এদিন মৃত্যুর খবর পেয়েই তাঁর বাড়িতে পৌঁছে যান অমল হালদার, উদয় সরকার সহ সিপিআই(এম) দলের নেতৃত্ব। 'নতুন চিঠি' পত্রিকার সম্পাদক জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য সহ নতুন চিঠি পত্রিকার পরিবার ও বহু মানুষ এই প্রবীণ নেতাকে শ্রদ্ধা জানাতে বাড়িতে এসেছিলেন। সেখান থেকে তাঁর মরদেহ পার্কাস রোডের সিপিআই(এম) জেলা দপ্তরে নিয়ে আসা হয়। সেখানে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান প্রবীণ নেতা অরিন্দম কোঙার, গণেশ চৌধুরি, তাপস সরকার, অপূর্ব চ্যাটার্জি, বামাচরণ ব্যানার্জি, নজরুল ইসলাম, তরুণ রায়, অশোক ব্যানার্জি, ধীরেন শূর, মৃদুল সেন, গৌরী ব্যানার্জি প্রমুখ। মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান প্রয়াত নেতার পুত্র সায়ন রায় সহ পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা। এছাড়াও বিশিষ্ট অধ্যাপকরা মালা দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এরপর তাঁর মরদেহ বর্ধমান রাজ কলেজে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন কলেজের অধ্যাপক, অধ্যাপিকা, কর্মচারী ও ছাত্রছাত্রীরা।

সুধীর রায়ের জন্ম ১৯৩৩ সালে অবিভক্ত বাংলার বরিশাল জেলায়। সেখানে স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়ে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে তিনি ভর্তি হন। এখানে অনার্স নিয়ে পড়ার সময়

—এরপর চারের পাতায়

মানুষের সর্বনাশকারী সরকারকে হঠাতে হবে

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ২৭ মার্চ : পূর্ব বর্ধমান লোকসভা কেন্দ্রের মনোনীত সিপিআই(এম) প্রার্থীকে নিয়ে পূর্বস্থলী ২ নম্বর ব্লকের মাজিদা কালেখাতলা একনম্বর পঞ্চায়েতের বিভিন্ন গ্রামে প্রার্থীর সমর্থনে ব্যাপক প্রচারে অংশগ্রহণ করেন স্থানীয় মানুষ। এদিন সকালে পূর্বস্থলী ২ নম্বর ব্লকের লক্ষ্মীপুর বাজার থেকে নির্বাচনী প্রচার শুরু হয়। বিকালে কালেখাতলা মোড়ে নির্বাচনী প্রচার শুরু করেন প্রার্থী ঈশ্বরচন্দ্র দাস। তাঁর সঙ্গে ছিলেন সিপিআই(এম) পূর্বস্থলী এরিয়া কমিটির সম্পাদক সুব্রত ভাওয়াল স্থানীয় কৃষক সভার নেতা রঞ্জিত মাহাতো।

সংসদে বামপন্থীদের শক্তি বৃদ্ধি করতে হবে

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, বর্ধমান ২৯ মার্চ : ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন পূর্বস্থলী ১ নং ও ২ নং আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে পূর্ব বর্ধমান লোকসভা কেন্দ্রের বামফ্রন্ট মনোনীত সিপিআই(এম) প্রার্থী ঈশ্বরচন্দ্র দাস এর সমর্থনে দুটি নির্বাচনী সভার আয়োজন করা হয়। নাদনঘাট মোড়ে সমাবেশে প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন ডিওয়াইএফআই-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সভানেত্রী মীনাক্ষী মুখার্জী। সভায় সভাপতিত্ব করেন সাহাদুল খান।

দ্বিতীয় সভাটি অনুষ্ঠিত হয় পূর্বস্থলী ২ নং ব্লকের বেলেরহাট স্টেশন বাজারে, এখানে সভায় সভাপতিত্ব করেন অনুপ কুমার ঘোষ। দুটি সমাবেশেই ডি.ওয়াই.এফ আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সভানেত্রী মীনাক্ষী মুখার্জী বলেন, পার্লামেন্টে বামপন্থীদের শক্তি বৃদ্ধি করতে হবে। এই মহাসংগ্রামে সর্বস্তরের মানুষকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি।

সিপিআই(এম) প্রার্থী ঈশ্বরচন্দ্র দাস বলেন, কাটোয়াতে কেন তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু হলো না, ভাগীরথীর ভয়াবহ ভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারদের ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হল না, ভাঙন রোধের নামে লক্ষ লক্ষ সরকারি টাকা অপচয় হলো—এলাকার মানুষের স্বার্থে লড়াই-সংগ্রামকে জোরদার করার জন্য সিপিআই(এম) প্রার্থীকে বিপুল ভোটে জয় করার আহ্বান জানান তিনি। এছাড়া নাদনঘাট মোড়ে নির্বাচনী সভায় বক্তব্য রাখেন মহিলা কমিটির রাজ্য সভানেত্রী অঞ্জু কর। বেলেরহাট-এ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন যুবনেতা বিন কাসিম সেখ, বীরেশ্বর নন্দী, স্থানীয় বিধায়ক প্রদীপকুমার সাহা। সভাপতিত্ব করেন অনুপকুমার ঘোষ।

মহিলা সম্মেলন মেমারিতে

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি ৩১ মার্চ : সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি মেমারি-১ পশ্চিম আঞ্চলিক কমিটির প্রথম সম্মেলন স্বপ্না রায় নগর ও গোলাপি ক্ষেত্রপাল মঞ্চ বিডিও অফিসপাড়া আমবাগানে অনুষ্ঠিত হয় এদিন। পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে সম্মেলনের উদ্বোধন করেন রাজ্য নেত্রী ভারতী ঘোষাল। মেমারি-১ আঞ্চলিক কমিটির বিভিন্ন এলাকা থেকে ৮৫ জন মহিলা প্রতিনিধি সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। শোক প্রস্তাব পাঠ করেন রমা মুখার্জী। সম্পাদকীয় রিপোর্ট পেশ করেন আলপনা মিত্র। এছাড়া বক্তব্য রাখেন সন্ধ্যা ভট্টাচার্য। ২০ জনকে নিয়ে নতুন কমিটি গঠিত হয়। সম্মেলন থেকে চিন্তা কোঙারকে সভানেত্রী ও আলপনা মিত্রকে সম্পাদিকা নির্বাচিত করা হয়। সম্মেলন শেষে, সিপিআই(এম)-এর পূর্ব বর্ধমানের প্রার্থী ঈশ্বরচন্দ্র দাস-এর সমর্থনে বিডিও অফিস পাড়া থেকে একটি মহিলা মিছিল হয়। মিছিল মেমারি চকদিঘি মোড়ে শেষ হয়।

বামপ্রার্থীর সমর্থনে দুটি জনসভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৩০ মার্চ : পূর্ব বর্ধমান লোকসভা কেন্দ্রের বামফ্রন্ট প্রার্থী ঈশ্বরচন্দ্র দাসের সমর্থনে দুটি জনসভা হয়। ডি.ওয়াই.এফ.আই-এর পূর্বস্থলী এরিয়া কমিটির উদ্যোগে প্রথম সভাটি অনুষ্ঠিত হয় বেলেরহাটে। সিপিআই(এম)-এর পূর্বস্থলী এরিয়া কমিটির উদ্যোগে দ্বিতীয় নির্বাচনী সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। সমুদ্রগড়ের নাদনঘাট মোড়ে। দুই সভায় প্রার্থী ছাড়াও বক্তব্য রাখেন মহিলা নেত্রী অঞ্জু কর, যুব সংগঠনের রাজ্য সভানেত্রী মীনাক্ষী মুখার্জী, বিধায়ক প্রদীপ সাহা প্রমুখ। সভা দুটি পরিচালনা করেন যথাক্রমে অনুপ ঘোষ এবং সাহাদুল খান।

বোলপুর কেন্দ্রের প্রার্থী ডাঃ রামচন্দ্রকে নিয়ে গুসকরায় প্রচার মিছিল

নিজস্ব সংবাদদাতা, গুসকরা, ২৬ মার্চ : মিটিং, মিছিল প্রচারের পাশাপাশি বাড়ি বাড়ি গিয়ে বারে বারে মানুষদের বোঝাতে হবে। তৃণমূল-বিজেপি দিদি আর ভাই। তার ফলে সারদা-নারদা তদন্ত চুপ। দুজনেই কৃষক-মারা নীতি নিয়েছে। সারা দেশে সাড়ে তিন লক্ষ কৃষক আত্মহত্যা করেছে। এ রাজ্যে ২০০-র বেশি কৃষক ঋণের দায়ে মরণকে বেছে নিয়েছে। তাই দুদলকেই রাজ্যে এবং দেশ থেকে হটাতে হবে। গুসকরায় ডাঃ রামচন্দ্র ডোম-এর সমর্থনে এক কর্মীসভায় এই আহ্বান জানান পূর্ব বর্ধমান সিপিআই(এম) জেলা সম্পাদক অচিন্ত্য মল্লিক।

ডাঃ রামচন্দ্র ডোম বলেন, রাজ্যে পরিবর্তনের নমুনা মানুষ হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন। বামপন্থীদের শক্তি বাড়ছে। ৩ ফেব্রুয়ারির ব্রিগেড, নবান্ন অভিযান, পদযাত্রায় তা প্রমাণিত হয়েছে। সেই সম্ভাবনাকে আমাদের কাজে লাগাতে হবে। জয় আমাদের হবেই। এই সভায় সভাপতি ছিলেন সুরেন হেমব্রম, জেলা কমিটির সদস্য আলমগীর মণ্ডল সহ অন্যান্য নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন। কর্মীসভার শেষে এক বিশাল মিছিল ডাঃ রামচন্দ্র ডোম ও পার্টিনেতা অচিন্ত্য মল্লিককে সামনে রেখে গুসকরা শহরের বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করে। পথের দুধারে মানুষ মুষ্টিবদ্ধ হাত তুলে অভিনন্দন জানান।

প্রাক্-নির্বাচনী সমীক্ষার নামে প্রচার করা হচ্ছে বিজেপি-তৃণমূলের

দিনেশ ঝা

আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রের বামফ্রন্ট মনোনীত সিপিআই(এম) প্রার্থী গৌরাঙ্গ চ্যাটার্জী আসানসোল রেলপার এলাকার এক মসজিদের ইমাম ইমাম রশিদির সঙ্গে দেখা করেন। তিনি তাঁকে সম্প্রীতির বাতাবরণ বজায় রাখতে তাঁর একটি আবেদন রাখতে অনুরোধ জানান। ইমাম রশিদিও সে কথা স্বীকার করেছেন। হ্যাঁ, গৌরাঙ্গ চ্যাটার্জী তাঁকে ভোটে তাঁর পক্ষে প্রচারের জন্য আবেদন করেননি। তিনি পারস্পরিক বিশ্বাস ও সৌহার্দ্যের পরিবেশ অক্ষুণ্ণ রাখার আবেদন জানাতে অনুরোধ রেখেছেন। রশিদি গত বছর ২৮ মার্চ আসানসোলে একটি গোষ্ঠী উত্তেজনায় হারিয়েছেন তাঁর মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী সন্তানকে। পরিস্থিতি অন্য রকম মোড় নিতে পারতো—সেই দিনে আসানসোলের মানুষকে সংযত থাকার আবেদন জানিয়ে মানবতার এক অনন্য নজির সৃষ্টি করেছিলেন তিনি। শুধু তাই নয়, রক্ষা করেছিলেন ভারতীয়তার মর্মবস্তুকে। এরকম বহু উদাহরণ আছে, এই সাবেক বর্ধমান জেলায়। ঘটনাটি সম্ভবত ১৯৮৬-৮৭ সালের। পানাগড় বাজারে জিটি রোডের উপর একটি ট্রাক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছিল ১৬-১৭ বছরের একটি কিশোর, নাম রাকেশ তেওয়ারি। উত্তেজিত জনতা ঘিরে ফেলেছিল ট্রাক ও চালককে, এই মারে—সেই মারে। এমতাবস্থায় হাজির হয়ে যান দুর্ঘটনাগ্রস্ত ছাত্রের পিতা। প্রশমিত করেন ভিড়কে। ট্রাক-ড্রাইভারকে নিরাপদে বেরিয়ে যাওয়ার রাস্তা করে দেন। একটি আঁচড়ও পড়েনি ওই ড্রাইভার ও খালাসির গায়ে। নিহত কিশোরের পিতা—পারশনাথ তিওয়ারি। পানাগড় বাজারে জনপ্রিয় নাম। তিনি তখন কাঁকসা পঞ্চায়েতের সভাপতি। পানাগড় বাজার হিন্দী হাই স্কুলের জনপ্রিয় শিক্ষক, সিপিআই(এম)-এর নেতা। সংযমে থেকে কিভাবে রক্ষা করেছিলেন দুটি প্রাণ—যখন নিজে সন্তানহারা।

একাজ মানবদরদীর। কমিউনিস্টরা মানুষকে ভালোবাসে। মানুষের ঐক্যকে রক্ষা করতে চায়। শ্রমজীবী মানুষের ঐক্য রক্ষা তাঁর কর্তব্য বলে মনে করেন, তাই গৌরাঙ্গ চ্যাটার্জী গিয়েছিলেন ইমাম রশিদির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। তিনি তাঁর হয়ে ভোট প্রচারের কথা বলেননি, বলেছেন মানুষের ঐক্য অটুট থাকুক এরকম আবেদন রাখতে। অন্যদিকে আমরা প্রতিনিয়ত দেখছি অন্যান্য যে কোনো দলের প্রার্থী বা নেতাদের। যাঁরা বিভিন্ন মন্দিরে পুজো দিয়ে বা মন-মন ঘি-চন্দন পুড়িয়ে ভোট প্রচার শুরু করেছেন। কেউবা ছদ্ম নামাজি হয়ে মসজিদে গিয়ে কোরাণের সুরা ভুল উচ্চারণ করে ভোট ভিক্ষে করছেন। আসলে তাঁরা ভারতের ধর্মপ্রাণ মানুষের ভাবাবেগকে ব্যবহার করছেন। ব্যক্তিজীবনে তাঁরা কতখানি ধার্মিক তা জানা নেই। তাঁরা মানুষের ভাবাবেগকে কাজে লাগিয়ে মানুষের পারস্পরিক বিশ্বাস ও ঐক্যে আগুন ঢেলে নিজেদের রুটি সেঁকেন। জনকবি শীল এর কবিতা একটি পঙ্‌ক্তি আমার মনে পড়ছে। 'বোতে হ্যায় হম তুম ফসল জিন্দগীকে ও রোটিকে দুশ্মন জহর বো রহে হ্যাঁয়'। মানুষের ঐক্য ভাঙা খেলা চলছে। আর আমাদের দেশের দৃশ্য-শ্রাব্য মাধ্যমে—এই সব নেতাদের গুণকীর্তন ব্যাখ্যান করতেই ব্যস্ত। মানুষকে তার প্রকৃত সমস্যা থেকে নানান অছিলায় দূরে ঠেলে দিচ্ছে।

ইতিমধ্যে প্রাক্ নির্বাচনী সমীক্ষা প্রচারিত হচ্ছে। মালিকের ইচ্ছায় ফলাফল না সমীক্ষার রাজনীতি না রাজনৈতিক সমীক্ষা এই দ্বন্দ্বে মানুষকে ভুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে। দুর্গাপুরের এক

—এরপর চারের পাতায়

নতুন চিঠি

১ এপ্রিল, ২০১৯

অস্বচ্ছতার অন্ধকার দূর করার লড়াই

নিয়োগে স্বচ্ছতা আনা, কত শূন্যপদে নিয়োগ—তার ভিত্তিতেই হয় নিয়োগ পরীক্ষা। ফল ঘোষণা, কে কত নম্বর পেয়েছে বিস্তারিত জানার সুযোগ থাকে প্রকাশ্যে সকল প্রার্থীর। কিন্তু মমতা ব্যানার্জীর সরকার এই গোটা প্রক্রিয়াটিই তুলে দিয়েছে। বর্তমানে শূন্য পদ কত? কত নিয়োগ হবে? কেউ জানে না! পরীক্ষার ফল প্রকাশ হয় না। আদালতের নির্দেশে তা হলেও তাতে কোনো র‍্যাঙ্ক বা প্রাপ্ত নম্বর থাকে না। এমনই অস্বচ্ছতার অন্ধকার গাঢ় সেখানে। তাই টানা ২৯ দিন অনশন করলেন এসএসসি'র প্যানেলভুক্ত প্রার্থীরা। অনেক কষ্ট-যন্ত্রণা সহ্য করে সরকারি হুমকি ও চোখ রাঙানিকে উপেক্ষা করে লড়াই চলছিল। লোকসভা ভোটের আগে সমাজের সব অংশ থেকে তাঁদের সমর্থনে বিপুল জনমত গড়তে থাকায় একরকম শঙ্কিত হয়েই গজদন্ত মিনার থেকে নামতে বাধ্য হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

স্বয়ং উপস্থিত হয়ে আশ্বাস দিয়ে আবেদন জানিয়েছেন অনশন প্রত্যাহারের। গোড়া থেকে উপেক্ষা, ব্যাঙ্গ-বিদ্রুপ ছাড়াও অনেক চেষ্টা করেছিলেন ওঁদের পুলিশ দিয়ে পিটিয়ে তুলে দেবার। কিন্তু তা করে উঠতে পারেননি। মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাসে বিশ্বাস না থাকলেও আপাতত অনশনে বিরতি ঘোষণা হয়েছে এই বলে যে দাবি না মিটলে অনশন হবে ফের আগামী জুনে।

এসএসসি'র প্রার্থীদের লড়াইয়ে উৎসাহ পেয়ে আপার প্রাইমারি টেট উত্তীর্ণরাও অনশন শুরু করেছিলেন। কিন্তু সেখানে মুখ্যমন্ত্রী যাননি। গেছে বিশাল পুলিশ বাহিনি, পিটিয়ে তাঁদের তুলে দিয়েছে। গ্রেপ্তারও করা হয়েছে কয়েকজনকে। একইভাবে মাদ্রাসার শিক্ষক প্রার্থীরা অভ্যর্থিত হয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের হাতে। নির্বাচনের মুখে হবু শিক্ষকদের আন্দোলন ছড়িয়ে পড়লে বিপদ আছে ভেবে সরকার এখন এতটাই ভীত সন্ত্রস্ত যে আর কোনো রকম ঝুঁকি নিতে চায় না। এ দুটি আন্দোলন সবে শুরু হওয়ায় সমর্থনের ঢেউ ততটা আছড়ে পড়েনি। সেই সুযোগে তড়িঘড়ি তাঁদের হটিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়ছে। কিন্তু ভয়ের কাঁটা যে এবার অস্বচ্ছতার অন্ধকার দূর করতে লড়াই শুরু করেছে তিনি কী এবারে বুঝতে পেরেছেন?

মোবাইল লাইভে দেওয়াল লিখনের প্রচার

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২৭ মার্চ : চিরাচরিত প্রথা থেকে একটু বেরিয়ে এসে দেওয়াল লিখনের নির্বাচনী প্রচারকে সর্বাত্মক করে তুলতে কালনার বাম কর্মীরা নিত্য নতুন পদ্ধতি অবলম্বন করছেন। তারা দেওয়াল লিখন চালানোর সময় অত্যাধুনিক মোবাইলের প্রযুক্তিতে হাতিয়ার করে তা লাইভ করছেন। কেন এই লিখন তার ধারাবিবরণীও দিচ্ছেন। এমনকি পথচলতি মানুষকে সেখানে দাঁড় করিয়ে তাঁদের মতামতও প্রচার করছেন। বিষয়টি এতই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে যে—দেওয়াল লিখনের মোবাইল লাইভ প্রচার আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠেছে ঘরে ঘরে। পূর্ব বর্ধমান লোকসভা কেন্দ্রের বাম প্রার্থী ঈশ্বরচন্দ্র দাসের কালনায় দেওয়াল লিখনের কাজ এখনো শেষ হয়নি। বামকর্মীরা সেই কাজ দ্রুত শেষ করার চেষ্টা চালাচ্ছেন। অন্যদিকে শিক্ষক নেতা রাধেশ্যাম দাস কয়েকজন কর্মীকে নিয়ে সেই লিখনের মোবাইল লাইভ করে সঙ্গে সঙ্গে মানুষের কাছে পৌঁছে দিচ্ছেন। দেওয়াল লিখনের নিম্নের বিষয়গুলি মানুষের মধ্যে দারুণভাবে প্রভাব ফেলেছে ইতিমধ্যেই। যেমন আদানি-আম্বানির ঋণ মুকুব হয়, কিন্তু অন্নদাতা কৃষকের ঋণ মুকুব হয় না। দেশের ৩৩ কোটি ক্ষেতমজুর আর ৩৯ কোটি অসংগঠিত শ্রমিকদের মাসে ১৮ হাজার টাকা বেতনের দাবি। ২৩৪০ টাকা কুইন্টাল দরে ধান ক্রয়, ফসলের লাভজনক মূল্য প্রদান, ছয় হাজার টাকা পেনশন প্রদান ইত্যাদি বিষয়গুলি। দেওয়াল লিখনের মোবাইল লাইভ করতে গিয়ে উঠে আসছে ধান্ধার ধনতন্ত্র, ধর্মীয় মেরুকরণ ও রেকর্ড পরিমাণ বেকারত্বের গভীর বিষয়গুলোও।

এক ডজন প্রশ্ন

১. ভেনেজুয়েলা শহরটির আগে কী নাম ছিল? কবে থেকে ভেনেজুয়েলা নামে প্রসিদ্ধ হয়?
২. গ্রিস দেশটি কোন সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল? কবে বের হয়ে রাজতন্ত্র হয়? কত সালে প্রজাতন্ত্র হয়?
৩. অলিম্পিক গেমস্-এ কবে ভারত কোন দেশকে হারিয়ে হকিতে প্রথম সোনা জয় করেছিল?
৪. স্বাধীনতার পর কবে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনি ঘোষিত হয়? কোন কোন কমিউনিস্ট নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল?
৫. বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস কবে? কে কবে স্বাধীনতা দিবস ঘোষণা করেন?
৬. বিশ্বের প্রথম মহাকাশচারী কে? তিনি কবে কীভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হন?
৭. প্রথম ভারতীয় উর্দু সংবাদপত্রের নাম কী? কবে কার সম্পাদনায় প্রথম প্রকাশিত হয়?
৮. প্যারি কমিউন কবে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল?
৯. প্রখ্যাত নাট্যকার ও অভিনেতা উৎপল দত্ত কবে জন্মান? মৃত্যু কবে?
১০. কোন তারিখ থেকে ভারতের ভোটাধিকারের বয়স ২১ বছর থেকে কমিয়ে ১৮ বছর হয়?
১১. বর্ধমানের জায়গিরদার শের আফগান কবে যুদ্ধে নিহত হন? কোথায় তাঁর সমাধি আছে?
১২. জ্যোতি বসুকে হত্যা করার জন্য কারা কোথায় কবে গুলি চালিয়েছিল? কে মারা যান?

(উত্তর শেষের পাতায়)

চিচিং ফাঁক - ১৮

গৌতম চট্টোপাধ্যায়

ডেলট্রি ব্যাংকিং ফ্রড সার্ভে তাদের ২০১৮ সালের যে তথ্য প্রকাশ করেছে, তাতে দেখা যাচ্ছে পূর্ববর্তী দু'বছরের তুলনায় ব্যাংক জালিয়াতির পরিমাণ কুড়ি শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিজয় মালিয়া, নীরব মোদী, মেহুল চোকসি, সন্দেসারা ব্রাদার্স—এরা সবাই একই কৌশলে জনগণের টাকা চিচিংফাঁক করেছে। রাজনৈতিক ক্ষমতার অলিন্দে এরা অবাধ যাতায়াত করছে। ফলে সর্বত্র, বিশেষত, সাধারণ মানুষের টাকা গচ্ছিত রাখে যে সরকারি ব্যাংকগুলি, তার শীর্ষস্তরে বৃহৎ ব্যবসায়ী ও শিল্পগোষ্ঠী অপ্রতিরোধ্য প্রভাব সৃষ্টি করেছে। জাল নথিপত্র জমা দিয়ে ১৫ শতাংশ জালিয়াতি হয়েছে। প্রকল্প মূল্য ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দেখিয়ে ঋণ নেওয়া হয়েছে ১০ শতাংশ ক্ষেত্রে (স্বভাবতঃ সে ঋণ শোধ না হলে, ব্যাংক যেসব সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে নিলাম করেছে, তাতে সুদ দূরে থাক, মূল টাকাও উদ্ধার হয়নি)। হদিসবিহীন কোম্পানির নামে জালিয়াতি হয়েছে ১০ শতাংশ (প্রভাব এমন স্তরে পৌঁছেছিল যে ব্যাংক শীর্ষকর্তারা প্রকৃত অনুসন্ধান পর্যন্ত করেননি ওইসব ভুয়ো ঠিকানার)। সাইবার ক্রাইম ১০ শতাংশ। তহবিল সাইফনিং (এক কোম্পানি থেকে আর এক কোম্পানিতে ট্রান্সফার) ৯ শতাংশ। তা এতেই তো মোট ৫৪ শতাংশ দাঁড়িয়ে গেল সংখ্যাটা। লক্ষাধিক কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছে। অবিশ্বাস্য অঙ্কের এই টাকাটাই ঘরে চলে গেছে রাজনৈতিক দলের কোষাগারে এবং সেই টাকাই নির্বাচনী দলীয় কার্যকলাপে ব্যবহৃত হচ্ছে।

ক্রোনি ক্যাপিটালিজমের (ব্যাবসায়ী এবং সরকারের গাঁটছড়া) উদ্ভব অবশ্যই ১৯৯১ সালে। ধান্দার পুঁজি সৃষ্টির শুরু নরসিংহ রাওয়ের প্রধানমন্ত্রিত্ব এবং মনোমোহন সিংহের অর্থমন্ত্রিত্বের কালে। 'উদারনীতি' চালু হলো। লাভজনক সরকারি সংস্থাগুলিকে জলের দরে, বিলগ্নিকরণের গালভরা নামের অন্তরালে, বেসরকারি মালিকানার হাতে তুলে দেওয়া হতে লাগল। ২০১৪ থেকে ২০১৮ সালের নভেম্বর পর্যন্ত পাওয়া পরিসংখ্যান জানাচ্ছে, মোট ২ লক্ষ ১০ হাজার কোটি টাকার বিলগ্নিকরণ করেছে। মোদী সরকার; যা এ পর্যন্ত হওয়া মোট বিলগ্নিকরণের প্রায় ৫৮ শতাংশ।

২০১৪ সালের পূর্বে, একটি আর্থিক বছরে বিদেশের ব্যাংকে টাকা পাঠানোর ঊর্ধ্বসীমা ছিল ৭৫ হাজার ডলার। মোদী প্রধানমন্ত্রী হয়েই সেই ঊর্ধ্বসীমা বাড়িয়ে ২ লক্ষ ৫০ হাজার ডলার করে দিলেন, প্রায় ৩.৩৩ গুণ বেশি। যারা এসব নিয়ে মাথা ঘামাতে চান না, বা চোখ বুজে থাকেন, তাঁদের জন্য একটাই কথা "অন্ধ হলেই কি প্রলয় বন্ধ থাকে?" দেশ থেকে যাতে আরও বেশি টাকা চিচিং ফাঁক করে বিদেশে পাচার করা সম্ভব হয় এই লক্ষে রচিত আইন, সংশ্লিষ্ট সকলের স্বার্থরক্ষার দিশারী, 'ধান্দার অর্থনীতি' কি সুন্দর প্রধানমন্ত্রীর হাতে তামাক খেয়ে গেল।

জানা গেছে, বিজেপি সভাপতি অমিত শাহ-র কোম্পানির ১৬০০ গুণ শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে এই সময়কালে এবং বিজেপির আয়বৃদ্ধি হয়েছে ৮১ শতাংশ।

এই আমলে, সরকারি ব্যাংকের লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা লুঠ হয়েছে, সরকারি টাকা নয়ছয় হয়েছে, কর্পোরেটদের করছাড়ে সরকার অনেক বেশি উদার হয়েছে, কৃষিঋণ মকুবের প্রশ্নে সরকার চরম উদাসীনতা দেখাচ্ছে ফলতঃ কৃষক আত্মহত্যার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে, আর্থিক উন্নয়নের অন্যতম সূচক জিডিপি নিম্নগামী।

আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম আয়ত্তের মধ্যে থাকলেও, সরকারি কর আদায়ের নাগপাশে আমাদের দেশে তেলের দাম আকাশছোঁয়া। আমরা, উৎপাদিত পণ্য বিদেশে রপ্তানি করে ডলার উপার্জনে ক্রমশ পিছিয়ে যাচ্ছি। দেশের চাহিদা মেটাতে মহার্ঘ্য ডলার খরচ করে আমদানি ক্রমশ বাড়িয়ে যাচ্ছি। বৈদেশিক বাণিজ্য ঘাটতি বেড়ে চলেছে। বিনিময় মূল্যের বিচারে ডলার ক্রমশ আরো দামি হচ্ছে এবং ডলারের সঞ্চয় ভাণ্ডার উদ্বেগজনকভাবে কমে চলেছে। মুদ্রাস্ফীতির প্রকৃত পরিসংখ্যান সরকার নানাভাবে চেপে যাচ্ছে। আন্তর্জাতিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক গবেষণা সংস্থাগুলি, যারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সরকারি পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করে, তারা ভারতের সরকারি পরিসংখ্যানে মিথ্যাচার লক্ষ্য করে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে।

মোদীর আমলে দেশে ডেবিট কার্ড ও ক্রেডিড কার্ডের সংখ্যা ১০০ কোটি ছাড়িয়েছে। এর মধ্যে ৪৬ শতাংশ কার্ড অনিয়মিত ব্যবহার হয়, মাত্র ৫৪ শতাংশের ব্যবহার নিয়মিত। ডিজিটাল লেনদেনর ক্ষেত্রে ডেবিট-ক্রেডিট কার্ডের ব্যবহার মোটেই বাড়েনি, ৯২ শতাংশ কার্ডই ব্যবহৃত হয় এ.টি.এম থেকে টাকা তোলার কাজে।

নোটবন্দীর পূর্বে ১৮ লক্ষ কোটি টাকা ভারতের বাজারে হাতফেরতা হতো। ২০১৯-এর জানুয়ারি মাসে বাজারে চালু নগদের পরিমাণ ২ লক্ষ কোটি টাকা বেড়ে ২০ লক্ষ কোটি টাকায় পৌঁছেছে।

নোটবন্দীর ফলে সৃষ্ট ক্ষত কোনও মলমেই শুকোচ্ছে না। মানুষের ক্রয়ক্ষমতা ভীষণভাবে কমে গেছে। মানুষ নানাবিধ কৃচ্ছসাধন করে ঘুরে দাঁড়ানোর সংগ্রামে লিপ্ত। বিকিকিনি কমে যাওয়াতে খুচরো দরে মূল্যবৃদ্ধির হার কমেছে। সরকার এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে ব্যাংকের সুদের হার কমিয়ে মানুষের নায্য পাওনায় 'মড়ার উপর খাঁড়ার খা' মেরেই চলেছে।

ব্যবসায়ীদের মন ভজাতে কম সুদে ব্যাংকের ঋণ দেবার টোপ ফেলেছে। জি.এস.টি প্রণয়ন করে ব্যবসায়ীদের 'তেরে কেটে তাক তাক' তবলা বাজিয়ে ছেড়েছেন। তারা নানাবিধ করের চাপে পর্যুদস্ত। অর্থনীতির 'গ্রেসাম সূত্র' বলে একটা বিষয় আছে। তাতে বলা হয় 'কালো টাকা বাজারের সাদা টাকাকে কক্ষচ্যুত করে ফেলে"। অর্থনীতির দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য সূত্র হল 'আগে বাঁচতে শেখো, তারপর বড় হবার চেষ্টা করা যাবে"।

তাই ব্যবসায়ীদের এখন "আপনি বাঁচলে বাপের নাম"।

পরিসংখ্যান ধ্বংস করা—ফ্যাসিবাদী প্রবণতা

নিত্যানন্দের কড়চা (১৯)

তথ্য পরিসংখ্যান সংগ্রহ এবং সংকলনের জন্য এদেশের জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলির দক্ষতা ও নিষ্পক্ষতা বিষয়ে সারা বিশ্বে যথেষ্ট সুনাম আছে। পরিসংখ্যান সংগ্রহ ব্যবস্থার দক্ষতা ও পেশাদারিত্বের জন্য এদের উপর গোটা বিশ্বের ওয়াকিবহাল মহলের উচ্চ প্রশংসা বর্ষিত হয়েছে। দীর্ঘ সময় ধরে কষ্টসাধ্য সাধনার দ্বারা এই মর্যাদা অর্জিত হয়েছে কিন্তু এ বিষয়ে যাঁরা কুশীলব বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার তাঁদের কর্মকাণ্ডকে প্রভাবিত করে একটি ভয়ঙ্কর দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। দেশের ১০৮জন অর্থনীতিবিদ ও সমাজবিজ্ঞানী এ বিষয়ে যৌথ প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে তাঁদের উদ্বেগ প্রকাশ করতে বাধ্য হলেও বিষয়টি সাধারণভাবে সকলের দৃষ্টির আড়ালেই রয়ে গেছে।

কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান সংস্থা (সিএসও), জাতীয় নমুনা সমীক্ষা সংস্থা (এনএসসেও) ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানগুলি কাজ করে নীরবে। এদের সংগৃহীত তথ্য এবং সমীক্ষা শাসকের পক্ষে অস্বস্তিকর হতেই পারে, আগেও হয়েছে বহুবার। সে সব নিয়ে বহু বিতর্ক হয়েছে, শাসকদল চেষ্টা করেছে নানাভাবে একাধিক আখ্যান দেবার, তারা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে যে বিষয়টির ভুল ব্যাখ্যা করা হচ্ছে অথবা বিষয়টি বুঝতে কিছু ভুল হয়েছে। শাসকের তৈরি বিভ্রান্তির অপচেষ্টা এবং পরিসংখ্যান ঘিরে অবিরত বিতর্কের মধ্যেই বিশেষজ্ঞদের মতবিনিময় বা চাপানউতোর আসল তথ্য বুঝবার রাস্তা তৈরি করেছে এতদিন। পরিসংখ্যান বিজ্ঞানে এ সবই সু-স্বাস্থ্যের লক্ষণ। কারণ সমস্ত বিতর্কের শেষবিচারে মূল্যায়ণের মাপকাঠিটি হয়ে দাঁড়ায় নির্ভরযোগ্য এবং এই আলোচনা সমালোচনা পরিসংখ্যানের গ্রহণযোগ্যতা তৈরি করে। দেশের মেধাসম্পদ পরিসংখ্যানকে উল্টেপাল্টে দেখবার সুযোগ পান, সিদ্ধান্ত নেন আগামী পরিকল্পনার। কারণ সঠিক নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যানই একমাত্র দিশা দিতে পারে আগামীতে সুষ্ঠু পরিকল্পনার।

শাসকদলকে অস্বস্তিতে ফেলতে পারে এমন আশঙ্কায় এবারে জাতীয় নমুনা সমীক্ষার রিপোর্ট প্রকাশ করতেই দেওয়া হল না, যা আগে কোনো দিন ঘটেনি। বর্তমান সরকারের নিষেধাজ্ঞার ফলে ২০১৭-১৮-র সমীক্ষার ফল জানার কোনো উপায় রইলো না। ২০১৮-১৯, তা পরবর্তী সময়ের হিসেব নিকেশ তাহলে কী থমকে গেল? এ এক অদ্ভুত পরিস্থিতি! ভারত সরকারের 'লেবার বুরো' প্রতি বছর নিয়মিত কর্মসংস্থান নিয়ে সমীক্ষাভিত্তিক রিপোর্ট প্রকাশ করে এসেছে এ যাবৎকাল। সেটিও দু'বছর ধরে বন্ধ রাখা হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই মনে হচ্ছে চিরাচরিত ভাবনাকে লণ্ডভণ্ড করার 'এ যেন এলোমেলো করে দে মা, লুটে পুটে খাই' গোছের একটা উদ্দেশ্য বর্তমান সরকারের রয়েছে। যদিও সেই সমস্ত রিপোর্ট 'লিক' হচ্ছে এবং বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হওয়ায় প্রশ্ন উঠছে 'রাজা তোর কাপড় কোথায়?'

স্বাধীনতার মাত্র কয়েক বছর পরেই রাষ্ট্র পরিচালনায় তথ্য ও পরিসংখ্যানকে প্রধান গুরুত্বের বিষয় বলে বিবেচনা করা হয় আমাদের দেশে। তথ্য ও পরিসংখ্যান সংগ্রহ ব্যবস্থাকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে গড়ে তুলতে প্রশান্তচন্দ্র মহালানবিশ-এর নেতৃত্বে সেজন্য ১৯৩১-এ প্রতিষ্ঠিত ইন্ডিয়ান স্টাটিসটিক্যাল ইন্সিটিটিউটকে ১৯৫৯ সালে সংসদে নতুন বিল এনে স্বয়ম্ভর বিশেষ প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা হয়। কলকাতার বরানগরের মূল কেন্দ্রের সঙ্গে দিল্লি, বেঙ্গালুরু, চেন্নাই এবং আসামের তেজপুরে আরো চারটি শাখা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়। ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিকাল ইন্সটিটিউট- এই সংস্থাটির স্বাধিকার যথাসম্ভব সুরক্ষিত রেখে পরিকল্পনা কমিশনের মাধ্যমে পৃষ্ঠপোষকতার ব্যবস্থা করেন প্রধানমন্ত্রী নেহেরু। ভারত সরকারের অধীন তৈরি হয় সেন্ট্রাল স্টাটিসটিকস অফিস 'সিএসও' (১৯৫১), পরবর্তীকালে ন্যাশনাল স্যাম্পেল সার্ভে অফিস 'এনএসএসও' ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান।

কম্পিউটার প্রযুক্তি আবিষ্কৃত হলে তা কোন কাজে ব্যবহার করা হবে এই নিয়ে দেশে টানাপোড়েন তৈরি হয়েছিল গত শতকের পঞ্চাশের দশকে। প্রথম ভারতীয় বিজ্ঞানী সমরেন্দ্র কুমার মিত্র ১৯৫৩ সালে বরানগরের আইএসআই-তে বসেই প্রথম ভারতীয় কম্পিউটারের ডিজাইন ভেবেছিলেন এবং তৈরি করেছিলেন। তাঁকে 'ফাদার

—এরপর চারের পাতায়

কমিউনিস্ট আন্দোলনের বহমানতায় অধ্যাপক সুধীর রায়

অরিন্দম কোঙার

তিনি ছিলেন জাত শিক্ষক। ভিন্নভাবে বললে বলতে হয় তিনি ছিলেন আপাদমস্তক শিক্ষক। অধ্যাপক সুধীর রায়। ড. সুধীর রায়। তাঁর নামের আগে ডক্টরেট দেওয়াটা বাহুল্যমাত্র। তিনি কলেজে পড়াতেন রাষ্ট্রবিজ্ঞান। বর্ধমান রাজ কলেজে। ক্লাসে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা সীমিত, কিন্তু গোটা কলেজের ছাত্রছাত্রী তো তাঁর ছাত্রছাত্রী। সকলের তিনি স্যার। অধ্যাপক পদে থাকাকালীন, অধ্যাপক পদ থেকে অবসর নেওয়ার পরও। সারা জীবনই তিনি ছাত্রছাত্রীদের সান্নিধ্য দিয়েছেন। অধ্যাপক সুধীর রায় মনে করতেন কলেজের বাইরেও ছাত্রছাত্রীদের প্রতি তাঁর দায়িত্ব আছে। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ শেষ করে অনেকেই তাঁর শরণাপন্ন হতেন হয় গবেষণার জন্য, নয় শিক্ষকতার জন্য। আর তাঁর যোগাযোগও ছিল অনেক কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে। পশ্চিমবঙ্গের ভেতরে, পশ্চিমবঙ্গের বাইরে। তিনি তো অধ্যাপক সমিতির নেতা ছিলেন। রাজ্যস্তরে, পরে সর্বভারতীয়স্তরে ও সর্বোচ্চ পদে। অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের কাছে তিনি ছিলেন মুশকিল আসান, এমনকী কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্মীদের কাছেও।

সব মিলিয়ে অধ্যাপক সুধীর রায় এবং কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় সমার্থক। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যা সমাধানেও তিনি ছিলেন মুশকিল আসান। রাজ্যের উচ্চশিক্ষা দপ্তর, কলেজ সার্ভিস কমিশন, কেন্দ্রীয় উচ্চশিক্ষা দপ্তর, বিশ্ববিদ্যালয় গ্রান্টস্ কমিশন— সর্বত্র তাঁর ছিল অবারিত দ্বার। এমনটা হওয়ার কারণ হচ্ছে তিনি ছিলেন সারা ভারত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক সংগঠনগুলোর ফেডারেশনের সভাপতি, লোকসভার সদস্য, সর্বজনশ্রদ্ধেয় অধ্যাপক, যথার্থ শিক্ষাবিদ। এই প্রসঙ্গে এটাও বলে নিতে হয় যে তিনি কিন্তু তাঁর পদের অপব্যবহার করেননি। হ্যাঁ, তিনি কখনো কখনো এমন কোনো কোনো কাজ করেছেন যা ঠিক আইনানুগ হয়নি, কিন্তু করেছেন সমষ্টির স্বার্থে, প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে আর সেক্ষেত্রে আইন হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছিল।

১৯৮৪ সাল থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত লোকসভার সদস্য ছিলেন অধ্যাপক সুধীর রায়। বামফ্রন্টের সিপিআই(এম) প্রার্থী হিসেবে তিনি ১৯৮৪, ১৯৮৯, ১৯৯১ সালে বর্ধমান কেন্দ্র থেকে লোকসভায় নির্বাচিত হন। এটা তো স্বাভাবিক যে তিনি ছিলেন একজন সক্রিয় সাংসদ, বিশেষ করে শিক্ষা বিষয়ে। সংগঠনের কাজে অথবা চিকিৎসা বা শিক্ষার জন্য দিল্লিতে তাঁর কোয়ার্টার ব্যবহার করতে যাঁরা অনুরোধ জানিয়েছেন, সাধারণভাবে তিনি তাঁদের অনুরোধ রক্ষা করেছেন, সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় সাহায্য করেছেন।

যতদিন তাঁর সামর্থে কুলিয়েছে, ততদিন অধ্যাপক সুধীর রায় লেখাপড়া চালিয়ে গেছেন। সিপিআই(এম)-এর বর্ধমান জেলা কমিটি, বর্তমানে পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির গ্রন্থাগারে (মনসুর হবিবুল্লাহ্ স্মৃতি পাঠাগার) তিনি মাঝে মাঝে আসতেন ও বই পড়তেন। সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, দর্শন, অর্থনীতি। লেখাজোখাও করতেন, বিশেষ করে 'নতুন চিঠি', 'সময়ের ডাক' ইত্যাদি পত্রিকার শারদ সংখ্যায়।

সাদা ধুতি ও সাদা ফুলহাতা পাঞ্জাবি পরিহিত অধ্যাপক সুধীর রায়কে আর পাঁচজনের থেকে আলাদা করা যেত না। তাঁর পোষাক-আষাক, চলন-বলন, আচার-আচরণ তাঁকে এই সাধারণত্ব দিয়েছিল, যা অধ্যাপকের প্রচলিত চিত্রের সঙ্গে খাপ খেত না। এইখানেই তাঁর বিশেষত্ব। যে কারণে তাঁর কাছে অনায়াসে যাওয়া যেত, আলাপ-আলোচনা করা যেত, তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হওয়া যেত।

অধ্যাপক সুধীর রায়, শিক্ষাবিদ সুধীর রায় সর্বোপরি ছিলেন কমিউনিস্ট আন্দোলনের এক যোদ্ধা। ১৯৬৪ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র আত্মপ্রকাশের সময় থেকে আমৃত্যু তিনি ছিলেন পার্টির সভ্য। ১৯৮১ সাল থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন পার্টির অবিভক্ত বর্ধমান জেলা কমিটির সদস্য। তাঁকে কেন্দ্র করে তাঁর সমসাময়িক অধ্যাপক পার্টিসভ্যদের একটা গোষ্ঠী গড়ে ওঠে। পরবর্তীকালে তাঁর অনুজ অধ্যাপক পার্টিসভ্যদেরও একটা গোষ্ঠী তৈরি হয়। তিনি মার্কসবাদের বিচ্যুতি যেমন মেনে নেননি, তেমনি মার্কসবাদকে অন্ধভাবে অনুসরণও করেননি। অধ্যাপক রায়ের দাদা, সুশীলকুমার রায়ও আমৃত্যু পার্টির সভ্য ছিলেন। তিনি প্রয়াত হন মাস দুই আগে। তাঁর ও তাঁর দাদার পরিবার, ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজন সকলেই কম-বেশি কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। সুতরাং কমিউনিস্ট আন্দোলনের মধ্যেই অধ্যাপক সুধীর রায় জাগরুক থাকবেন।

পূর্ব বর্ধমান লোকসভা কেন্দ্রের বামফ্রন্ট প্রার্থী সিপিআই(এম)-এর ঈশ্বরচন্দ্র দাসকে নিয়ে মিছিল। রয়েছেন রাজ্য নেতা অমল হালদার, উদয় সরকার এবং প্রার্থী স্বয়ং।

পৌরপ্রধান ডেপুটেশন না নিয়েই পালিয়ে গেলেন

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ২৬ মার্চ : তৃণমূল পরিচালিত মেমারি পৌরসভা, ১৬টা ওয়ার্ডের বিভিন্ন সমস্যা ব্যাপক দুর্নীতিস্বজনপোষণ অবিলম্বে বন্ধ করার প্রতিবাদে ১৬টি ওয়ার্ডের প্রায় আট হাজার নাগরিকের স্বাক্ষর করা সই ও ১৭ দফার দাবির ভিত্তিতে মেমারি পৌরসভার পৌর প্রধানের নিকট স্মারকলিপি প্রদান করার কথা ছিল। মেমারি-১ পশ্চিম এরিয়া কমিটির উদ্যোগে বিকেল ৪টার সময়। ১৬টা ওয়ার্ডের প্রায় দুই শতাধিক মানুষ মেমারি বামুনপাড়া মোড়ে জমায়েত হয়ে মিছিল করে পৌরসভায় ডেপুটেশন দিতে গেটের কাছে পৌঁছে যান। ৬ জনের একটি প্রতিনিধিদল পৌরপ্রধান স্বপন বিষয়ীকে ডেপুটেশনের কপি দিতে গেলে দেখেন, পৌরপ্রধান, উপপৌর প্রধান ও সরকারি অফিসার কেউ নেই সকলে পালিয়ে গেছেন। কোন কাউন্সিলারও নেই। প্রতিনিধিদল পৌরসভার ভিতরে কিছুক্ষণ বিক্ষোভ দেখান। গেটের সামনে জমায়েত সভায় বক্তব্য রাখেন সনৎ ব্যানার্জী। উপস্থিত জনতা পৌরসভা থেকে মিছিল করে চকদিঘি মোড়ে আসে। সেখানে একটি পথসভা হয়। বক্তব্য রাখেন অভিজিৎ কোঙার। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন, প্রশান্ত কুমার। উপস্থিত ছিলেন পিযুষ বিশ্বাস, অশোক যশ, চিন্তা কোঙার, পিন্টু ভট্টাচার্য, সুকান্ত কোঙার প্রমুখ।

অগ্রজের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি

সলিল ভট্টাচার্য

অধ্যাপক আন্দোলনের সর্বভারতীয় নেতা, দীর্ঘদিনের সাংসদ ড. সুধীর রায় আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। সুধীর রায়, যাঁকে আমি সুধীরদা বলেই ডাকতাম, তিনি বয়সে আমার চেয়ে দশ বছরের বড়ো হলেও আমার এবং আরও অগণিত মানুষের কাছে তিনি ছিলেন দীক্ষাগুরু এবং চলার পথের অন্যতম প্রেরণা।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কৃতী ছাত্র সুধীর রায় ছিলেন প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র। পরবর্তীকালে তিনি সিটি কলেজ থেকে অনার্স নিয়ে পাশ করেছিলেন।

দেশ-বিভাগের পর তাঁদের পরিবার বর্ধমানে চলে আসেন। তাঁর অগ্রজ সুশীল রায় ছিলেন রেল-শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। সুশীল রায় নিজে কমরেড জ্যোতি বসুর সঙ্গে যোগাযোগ করে রেলশ্রমিকদের সমস্যাগুলি আলোচনা করেছিলেন। তাঁরা প্রথমে খালুই-বিল মাঠে ঘর ভাড়া করে ছিলেন। পরে পার্কাস রোডে পার্টি-কমিউনের পাশের ফ্ল্যাটে উঠে আসেন। ওই সময়ে সুধীরদার সঙ্গে আমার পরিচয় নিবিড় হয়। তিনি মেদিনীপুর জেলায় এবং বর্ধমানের গুসকরায় শিক্ষকতা করেছিলেন।

একটা সময়ে যখন বর্ধমান শহর সন্ত্রাসকবলিত হয়ে পড়ে, তখন তিনি অকুতোভয়ে বর্ধমান রাজকলেজের অধ্যাপক হিসেবে সেই পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে টক্কর দিতে থাকেন। সিপিআই নেতা হরশংকর ভট্টাচার্য এবং অবন্তী সান্যালের সঙ্গে তুমুল তর্কবিতর্ক করে তিনি সিপিআই(এম)-এর অধ্যাপক আন্দোলনের অবস্থানকে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই কাজে তিনি সহযোগী হিসেবে অধ্যাপক জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য সহ বেশ কয়েকজন সহযোগী অধ্যাপকের দৃঢ় মনোভাবের সহায়তা পেয়েছিলেন। তাঁর এই ভূমিকা পার্টি জেলা নেতৃত্বের অবিদিত ছিল না। পরে জেলা পার্টি সম্পাদক কমরেড রবীন সেনের প্রস্তাবক্রমে বর্ধমান থেকে তিনি সাংসদ হিসেবে নির্বাচিত হন। বর্ধমান কেন্দ্রটি বরাবরই বামপন্থীদের ঘাঁটি ছিল বলা যায়। তিনবার তিনি সাংসদ হিসেবে পরিষদীয় এবং অপরিষদীয় কর্তব্য নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছিলেন। অধ্যাপক আন্দোলনের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন এক প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তিত্ব। এক্ষেত্রে তিনি স্বীয় মতাবলম্বী এবং বিরোধী চিন্তার মানুষদের মধ্যে ভেদাভেদ করতেন না। উদার ও প্রগতিশীল চিন্তাচেতনাই ছিল তাঁর পাথেয়। ব্যক্তিগতভাবে তিনি আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করতেন। হুগলির বেঙ্গাই কলেজে আমাকে তিনি চাকরি করে দেন। সেই সূত্রেই পরবর্তীকালে আমি অধ্যাপক হিসেবে বিভিন্ন কলেজে কাজের সুযোগ পাই। শ্রীরামপুর কলেজ থেকে শুরু করে খান্দরা কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে কাজ করার যে সুযোগ, তার পিছনে অধ্যাপক সুধীর রায়ের ভূমিকা অনস্বীকার্য। এমনকি পার্টি সম্মেলনগুলিতে, পরবর্তীকালে রাজ্য পার্টি ফ্র্যাকশনের সভায় তিনিই আমাকে নিয়ে যান।

সুধীর রায় ছিলেন প্রাণখোলা মানুষ। তিনি মজা করে বলতেন, 'মুম্বই হাজির গল্প'। কমিউনিস্ট আন্দোলনের অনেকেই শেষ পর্যন্ত যেতে পারেন না। মাঝপথে থমকে যান। এঁরা গর্বের সঙ্গে বলেন—আমরা তো মুম্বই পর্যন্ত গিয়েছিলাম।

ড. রাধারমণ চক্রবর্তীর কাছে তিনি পি.এইচ.ডি করার সুযোগ পেয়েছিলেন। বিষয়বস্তু ছিল পশ্চিমবাংলায় বিভিন্ন বামপন্থী রাজনৈতিক দলের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এবং তাদের অবস্থান। এ কাজ তিনি নিরপেক্ষভাবেই করতে পেরেছিলেন।

বিভিন্ন ধাপ অতিক্রম করে তিনি পর্যায়ক্রমে সর্বভারতীয় AIFUCTO-র নেতৃত্বে পৌঁছেছিলেন। এমনকি আন্তর্জাতিক শিক্ষক আন্দোলনেও তাঁর বিশেষ ভূমিকা ছিল। অধ্যাপক মৃন্ময় ভট্টাচার্য ছিলেন সিপিআই-এর শিক্ষক নেতা। আন্তর্জাতিক শিক্ষক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকায় তিনি অনেকবার মৃন্ময়বাবুর সঙ্গে বিভিন্ন দেশ পরিক্রমা করেছেন। দিল্লিতে সর্বভারতীয় সমাবেশগুলিতে তিনি বিশিষ্ট ভূমিকা নিয়েছিলেন। এই সূত্রে তাঁর সঙ্গে আমার এবং অন্যান্য রাজ্যের অধ্যাপকের সঙ্গে নিবিড় পরিচয় ঘটে।

তিনি একটা সময় সাংসদ হিসেবে নর্থ-এভিনিউর বাড়িতে থাকতেন। তখন অনেক অধ্যাপকদের আনাগোনা লক্ষ্য করেছিলাম। বিশেষ করে মহারাষ্ট্রের পার্টি নেতা তথা অধ্যাপক আন্দোলনের বড়ো মাপের মানুষ

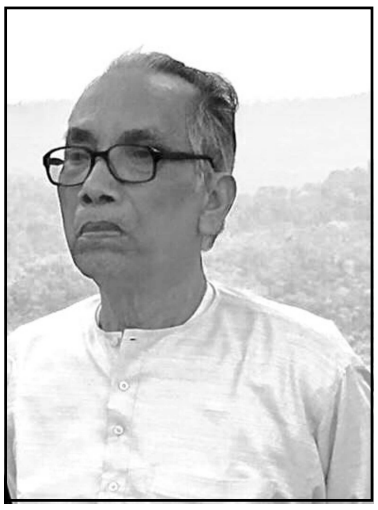

হিসেবে কমরেড ঠেকেদারের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করতে দেখি।

বর্ধমান শহরে রাজ কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ওয়েবকুটা সম্মেলনে তিনি অমিয় দাশগুপ্ত (মহারাজ নামে সুখ্যাত) ও অন্যান্য অধ্যাপকদের যথেষ্ট যত্ন-আত্তি করেছিলেন। অবশ্য এই সম্মেলনগুলিতে তিনি একটা টিম গড়ে নিতে পেরেছিলেন।

এ প্রসঙ্গে কমরেড জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্যের কথা মনে পড়ছে। রাজ্যস্তর থেকে কমরেড কান্তি বিশ্বাস একটি প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলেন জ্যোতির্ময়বাবু তার তীব্র বিরোধিতা করায় তিনি বলেন—'দূত অবধ্য'। এই কথার ব্যঙ্গ-শ্লোক নিয়ে উপস্থিত অধ্যাপকরা তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ করেন। কার্যত রাজ্যস্তরের এই প্রস্তাব ভেস্তে যায়।

সুধীরদার সঙ্গে আমার ও স্ত্রীর আন্দামান যাওয়ার একটা সুখস্মৃতি ছিল। তিনি বারবার অসুস্থ হয়ে পড়েছেন এবং তাঁর সঙ্গে থাকার কারণে আমারও উদ্দিষ্ট অনেকগুলি জায়গায় যাওয়া হয়নি। ফলে জারোয়া দর্শন ঘটেনি। তিনি চলতে চলতে অসুস্থ হয়ে পড়লে রাস্তার ধারে ধপ করে বসে পড়লেন। তখন তাঁর সোডিয়াম-পটাশিয়াম লেভেল কমে গিয়েছে, এই ধারণা থেকে ডাবের জল খাওয়ানো হলো। কার্যত, তিনি আন্দামান যাত্রায় প্রায়শই অসুস্থ থাকতেন।

দীর্ঘকাল অসুস্থতার সঙ্গে লড়াই করে বারবার মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছেন সুধীরদা। এবার আর পারলেন না। দীর্ঘদিন কোমায় আচ্ছন্ন থেকে তাঁর জীবনাবসান ঘটল। আজ এই মানুষটির কথা মনে পড়লেই একরাশ অবরুদ্ধ কান্না দৃষ্টিপথ আচ্ছন্ন করে দেয়। তাই শেষ শ্রদ্ধাঞ্জলিতে বলি—

চলে গেছো তবু মৃত্যুর পরপারে
অন্ধকার থেকে আলো আসে বারেবারে।
যাপিত জীবনে স্নিগ্ধ অমলকান্তি
আজ নেই আর সংশয় আর ভ্রান্তি।
সুশীলে সুধীরে মৃত্যুর-অন্তরে
রেখে গেলে স্মৃতি নিঃসীম প্রান্তরে।

কৃষক মরেও প্রমাণ করতে পারছে না সে চাষি

নিজস্ব সংবাদদাদা, ২৮ মার্চ, বর্ধমান : 'মা মাটি মানুষ'-এর সরকারের আমলে কৃষক মরেও প্রমাণ করতে পারছে না সে চাষি। মুখ্যমন্ত্রীর দলদাস প্রশাসন প্রমাণ করে ছাড়বে ঘরোয়া বিবাদে আত্মঘাতী। এখনও পর্যন্ত এই আলু মরশুমে ছয়জন চাষি আত্মঘাতী হয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণামতো 'কৃষকবন্ধু' প্রকল্পে একজন আত্মঘাতি চাষিও ২ লাখ টাকা ক্ষতিপুরণ পায়নি। অথচ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে তিনি ঢাকঢোল পেটাচ্ছেন চাষির আয় বেড়েছে তিনগুণ। অথচ তারই সময়ে এখনও পর্যন্ত ২০১ জন চাষি আত্মঘাতী হয়েছেন। এপ্রসঙ্গে কৃষক নেতা অচিন্ত্য মল্লিক জানান, আয় যদি বাড়ল তবে আত্মঘাতী বাড়ছে কেন? এবার এ সরকার আলু কেনার নাম করে ধোঁকা দিয়েছে। একদিকে চাষির আলু জলে পচেছে আবার যা পেয়েছে ১৫০ টাকা বস্তা (৫০ কেজি) বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছে। যেখানে এক বস্তা আলুর উৎপাদন খরচ ২৫০-৩০০ টাকা।

২৫-২৮ মার্চের মধ্যে জেলাতে দু'জন আলু চাষি আত্মঘাতী হয়েছেন। গত ২৪ মার্চ কালনা ১ ব্লকের কয়া গ্রামের মাধব মাঝি (৪৭) আলু চাষি আত্মঘাতি হোন। ২৫ মার্চ জামালপুরের বড়টিকরা গ্রামের প্রদীপ চক্রবর্তী আত্মঘাতী হোন। দুজনেই আলু চাষে লোকসানের বোঝা মাথায় থেকে নামাতে কীটনাশক খেয়ে মুক্তির পথ খুঁজে নেন।

মাধব মাঝির মতো পরিবারের দাবি তাঁদের নিজেদের কোনো জমি নেই। স্ত্রী বীণাপানি মাঝি জানান, আমার গয়না বন্ধক রেখে চার বিঘা জমি চাষ করেন। এর মধ্যে বৃষ্টির জলে আলু পচে যায় অর্ধেকর বেশি। বাকি যা পাওয়া যায় ১৫০ টাকা দরে (৫০ কেজি) বিক্রি করতে বাধ্য হয়। গতবার থেকে এবার পর্যন্ত দেনার পরিমাণ বেড়ে যায়। ধাক্কা সামলাতে না পেরে কীটনাশক খেয়ে নেন। পরিবারের দাবিকে উড়িয়ে দিয়ে প্রশাসনের রিপোর্টে জানানো হয়েছে এই মৃত্যুর সঙ্গে চাষের কোনো সম্পর্ক নেই।

জামালপুরের মৃত পরিবারের দাবি তাঁদের দেড় বিঘা জমি আছে। এবার প্রদীপবাবু আরও ১০ কাঠা জমি মোট দু বিঘা জমিতে আলু চাষ করেন। সামান্য জলে পচে গেলেও বাকিটা জলের দরে বিক্রি করতে হয়। ফলে লোকসানের বোঝা বাড়ে। ধাক্কা সামলাতে না পেরে কীটনাশক খেয়ে নেন। বর্ধমান হাসপাতালে ভর্তি করার পর ২৫ মার্চ মারা যান।

সারাভারত কৃষকসভা আলু চাষে ক্ষতিপূরণের দাবিতে আলু চাষিরা ব্লকগুলিতে ডেপুটেশন দেয়। রাস্তায় আলু ফেলে আন্দোলন করে ও সরকারকে টলানো যায়নি। 'কৃষক বন্ধু' চাষে সাহায্য একর প্রতি, সরকারি দামে ফসল কেনা সব প্রকল্পতে এখনও তেমনভাবে পাশে দাঁড়াতে পারেনি কোনও রাজ্য দুই সরকারই।

প্রাক্-নির্বাচনী সমীক্ষার নামে

—প্রথম পাতার পর

তরুণ ইস্পাত কারখানার ঠিকা শ্রমিক বললেন—দেখুন কাকু, কিভাবে শাসক শ্রেণি নিজেদের মধ্যে নিজেরা এ রাজ্যের ৪২টি আসন ভাগাভাগি করে নিল। তাদের তো লড়াই আসলে লোকদেখানি— তাঁরা কে কটা আসনের ভাগ নেবে তা নিয়ে লড়াই। আমাদের পি.এফ.-এর কথা ই.এস.আই-এর কথা। ন্যূনতম মজুরির কথা বলার লোক তো সংসদে রাখতে চায় না যাতে তাঁরা ঐক্যমতে শ্রমজীবী মানুষের অর্জিত অধিকারগুলিকে ছিনিয়ে নিতে পারে। তাই তাদের ভেদাভেদের রাজনীতি। তাই তাদের তোয়াজের রাজনীতি। এরা তো আসলে কেউ একচেটিয়ার দালাল অথবা কেউ বেওয়াসীদের দালাল। দেখছেন কি ভাবে আমাদের প্রধানমন্ত্রীর বন্ধু রাফেল-এ বেওসা করে নিল। কীভাবে গৌতম আদানি ফুলে ফেঁপে গেল। অথচ দেশের শিল্পচিত্র দেখুন, কর্মসংস্থানের পরিসংখ্যান দেখুন। সবকটি ক্ষেত্রে ব্যর্থতাকে ঢাকতে কীভাবে যুদ্ধের উত্তেজনা ছড়িয়ে দেশপ্রেমের নামে নির্বাচনী ফায়দা তুলতে চাইছে।

বর্ধমান স্টেশনে ২৩-২৪ বছরের কয়েকটি ছেলে নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল। তারা প্রত্যেকে ইঞ্জিনিয়ারিং-এ একসঙ্গে পড়াশোনা করতো। হোলিতে বাড়ি এসেছিল তারা—তাদেরই একজন ফিরছে কাজের জায়গায়, সি-অফ করতে এসেছিল বাকিরা। পশ্চিমবঙ্গের ম্যাকাউট থেকে তারা পাস করেছে। কেউই পশ্চিমবঙ্গে কাজ করে না। কেউ গুজরাতে, কেউ মহারাষ্ট্রে কেউ কেরলে বা কর্ণাটকে কাজ করে। তাদের প্যাকেজ ২.২৫ থেকে ৩.৫০ লক্ষ টাকা। কাজের সময়ের কোনো মা-বাবা নেই। ১২ ঘন্টা তো ন্যূনতম কাজ করতেই হয়। রবিবারে মাঝে-মধ্যে কেন আকছার ডাক পড়ে। কেউ আছে সার্ভিস, কেউবা মেন্টেনেন্সে, বলার কেউ নেই— প্রতিবাদের ক্ষীণ কণ্ঠস্বরেও হারিয়ে যেতে পারে কাজ। দক্ষ-অদক্ষ শ্রমিকই শুধু নয়, শিক্ষিত ইঞ্জিনিয়ারদের কাজের নিরাপত্তা কোথায়? তাদেরই একজন বলছিল— শোন, লেনিন-এর ওই বইটি পড়েছিস 'দ্য স্টেট এ্যান্ড রেভুলুশন'। একজন বলল ছাড় তো রাশিয়ায় কি হল বলিস না আর।

আমার পাশের বন্ধু বললেন। ছেলেগুলো ভালো। পড়াশোনা তো করে—কিন্তু এদের ভবিষ্যৎ কি হবে?

গৌরাঙ্গ চ্যাটার্জী তো সঠিকভাবেই মানুষের ঐক্য ও বিশ্বাস রক্ষার জন্য ইমাম রশিদিকে আবেদন জানাতে বলেছেন যাতে—এইসব ফুটফুটে ছেলেদের সুন্দর সোনালি ভবিষ্যৎ গড়া যায়। সাম্প্রদায়িকতাই হোক বা পুঁজিবাদী শোষণ-এর বিরুদ্ধে তো চ্যাম্পিয়ন যোদ্ধা বামপন্থী বা কমিউনিস্টরাই। সে রোজেন বার্গ দম্পতি হোন বা জুলিয়স ফুচিক বা মার্শাল স্তালিন। হ্যাঁ মার্শালকে নিয়ে অনেক কুৎসা বা অপপ্রচার আছে তবে এটা তো নিজের বন্দীপুত্রের মুখের দিকে না তাকিয়ে পিতৃভূমি ও মানবতা রক্ষা করতে হিটলারের সন্ধি প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। কমিউনিস্টরা তো মানবতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। ভগৎ সিং ও তাঁর বন্ধুরা পাবলিক সে ফুটি বিল ও ট্রেড ডিসপিউট বিলের প্রতিবাদেই আইনসভায় বোমা ফাটিয়েছিল। স্বাভাবিকভাবে কমিউনিস্টদের হাতেই দেশ সবচেয়ে নিরাপদ।

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১) ভ্যালেনশিয়া। ১৫৫৫ সালের ২৫ মার্চ। ২) অটোমান সাম্রাজ্য। ১৮২০ সালের ২৫ মার্চ, ১৯৭৫ সালে। ৩) ১৯২৮ সালের ২৬ মার্চ, হল্যান্ড দেশকে হারিয়ে। ৪) ১৯৪৮ সালের ২৬ মার্চ, মুজফ্ফর আহ্মদ, ভবানী সেন, জ্যোতি বসু সহ একাধিক নেতা। ৫) ২৬ মার্চ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান। ৬) ইউরি গ্যাগরিন। এক যুদ্ধ বিমান (মিগ-২৫) দুর্ঘটনায় ১৯৬৮ সালের ২৭ মার্চ। ৭) সাপ্তাহিক জ্যাম-ই-জাহান-নুমা। হরিহর দত্তর সম্পাদনায় ১৮২২ সালের ২৮ মার্চ। ৮) ১৮৭১ সালের ২৮ মার্চ। ৯) ১৯২৯ সালের ২৯ মার্চ, মৃত্যু ১৯৯৩ সালের ১৯ আগস্ট। ১০) ১৯৮৯ সালের ৩০ মার্চ, রাষ্ট্রপতি আর, ভেঙ্কটরামন। ১১) ১৬০৭ সালের ৩১ মার্চ, পীরবাহারামে (বর্ধমান শহরে)। ১২) ১৯৭০ সালের ৩১ মার্চ, বিহারের পাটনা স্টেশনে, আনন্দমার্গীরা, আলি ইমাম।

ইস্তাহার

কুশল দে

কি লিখবো ভোটের ছড়া
না চাইতেই ভোট।
কত বছর আছি বেকার
বুকে নিয়ে চোট।

রাজা হবে তাইতো এখন
পাতছি শীতলপাটি,
ইস্তাহারে বলা আছে
হাতে দুধের বাটি।

নির্বাচনী কোলাজ

কাকলি ঘোষ

সাদা চটি সাদা শাড়ি
আমি বড়ো 'ক্লিন'
জেলে বড়ো কষ্টে কাটে
আমার ভাইদের দিন।

মোদী লড়ে পুলওয়ামায়
দিদি ছাড়ে শ্বাস
হাত ধরে মোদী-দিদি
করে ফিসফাস।

কালনায় বেকারিবিরোধী দিবস পালিত

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২৮ মার্চ : সারা রাজ্যের সাথে কালনায় বেকারি বিরোধী দিবস পালিত হয় ডি ওয়াই এফ আই-এর কালনা-১, কালনা-২ এবং কালনা শহর তিন এরিয়া কমিটির যৌথ উদ্যোগে। কালনার বৈদ্যপুর মোড়ে বেকারি বিরোধী দিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন নবকুমার বাগ, হালিম শেখ, অরূপ দাস প্রমুখ। সভা পরিচালনা করেন সুশান্ত মুখার্জী। সমস্ত বক্তারা বলেন, মানুষের জীবন-জীবিকার সমস্যাগুলিকে চাপা দিতে রাজ্য ও কেন্দ্র নানা কৌশল অবলম্বন করছে। জাত-পাতের খেলা খেলে মানুষের মধ্যে বিভাজনের রাজনীতি করছে। তাই লোকসভা নির্বাচনের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে বিজেপি ও তৃণমূলকে পরাজিত করার শপথ নিতে হবে সবাইকে।

সুধীর রায়ের জীবনাবসান

—প্রথম পাতার পর

কমিউনিস্ট পার্টির সাথে যুক্ত হন। কমিউনিস্ট পার্টি করার কারণে শেষ পর্যন্ত তাঁকে স্নাতক হতে হয় সিটি কলেজ থেকে। পরবর্তীকালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। এরপর তিনি মেদিনীপুরের শ্রীবরা স্কুলে ও বর্ধমান জেলার গুসকরার পিপি ইন্সটিটিউশনে কিছুদিন শিক্ষকতা করেন। তারপরে বেঙাই কলেজে শিক্ষকতা করার পর ১৯৬২সালে রাজ কলেজে অধ্যাপক হিসাবে নিযুক্ত হন। ১৯৯৫সাল পর্যন্ত শিক্ষকতা করেছেন এখানেই। ইতিহাসে মাস্টার ডিগ্রি লাভ এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ডক্টরেট উপাধি লাভ এখানেই। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কিছু বইও লিখেছেন। নতুন চিঠির শৈশবের দিনগুলিতে তিনি পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। অধ্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন তিনি। ওয়েবকুটা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। সারা দেশে শিক্ষক আন্দোলন এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে এআইএফইউটিও'র সভাপতি হিসাবে তিনি বহু বছর দক্ষতার সাথে ভূমিকা পালন করেছেন। ১৯৮৪সাল থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত তিনি একটানা তিনবার সাংসদ হিসাবে বর্ধমান থেকে নির্বাচিত হয়েছেন। এই সময়ে তিনি বামফ্রন্টের একজন উল্লেখযোগ্য সাংসদ হিসেবে পরিচিত হন। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্য, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন কলেজের উন্নয়ন, মেঘনাদ সাহা তারমণ্ডল গড়ে তোলা, ইউজিসি থেকে অনুদান আনা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতার সাথে ভূমিকা পালন করেছেন। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দি বিভাগ চালু ও কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় গড়ে তোলার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন। একজন জনদরদি, পরোপকারী বামপন্থী নেতা হিসাবে তাঁর অবদান ভোলার নয়। এদিন বর্ধমান শহরের নির্মল ঝিল শ্মশানে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

পরিসংখ্যান ধ্বংস করা—ফ্যাসিবাদী প্রবণতা

—দ্বিতীয় পাতার পর

অব দি কম্পিউটার্স' বলা হলেও বর্তমানে আমরা সে সব ভুলেছি। আমেরিকার কাছ থেকে সুপার কম্পিউটার প্রযুক্তি পাওয়ার বিষয়ে নিশ্চয়তা তৈরি হলে ভারতে কম্পিউটার প্রযুক্তি কোন বিষয়ে ব্যবহার করা হবে এ নিয়েও বিতর্ক তৈরি হয়। বিশেষ করে হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা চেয়েছিলেন কম্পিউটার প্রযুক্তি ব্যবহার হোক, নিউক্লিয়ার শক্তিতে দেশকে শক্তিধর করতে। আর প্রশান্তচন্দ্র মহালানবিশ চেয়েছিলেন কম্পিউটার প্রযুক্তির ব্যবহার করে সদ্য স্বাধীন দেশকে স্বনির্ভর গড়ে তুলতে যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কর্মসুচি নেওয়া হয়েছে তাতে সঠিক নির্ভরযোগ্য তথ্যের চালান দিয়ে পরিকল্পনায় সাহায্য করতে। দুজনেই ছিলেন নেহেরুর খুব কাছের মানুষ। আমাদের দেশে কত সম্পদ রয়েছে, জনসংখ্যার নিরিখে সেই সম্পদের সুষ্ঠু বন্টন ব্যবস্থা গড়ে তোলায় 'সময় নির্দিষ্ট' পরিকল্পনা প্রয়োজন, সেজন্য সঠিক নির্ভরযোগ্য তথ্য আহরণ, তথ্য বিশ্লেষণ ইত্যাদি কাজে সব চেয়ে উপযুক্ত মাধ্যম কম্পিউটার ব্যবস্থা, মহালানবিশের এই যুক্তিতে নেহেরু সম্মত হয়েছিলেন। ভারতের মতো বিপুল জনসংখ্যার দেশে অজ্ঞানতার অন্ধকার থাকায় তথ্য সচেতনতার অভাব রয়েছে। বিপজ্জনক রাজনৈতিক লাভের জন্য সরকার দেশের মানুষকে অবজ্ঞা করে যা করল তাতে বিশ্বের শিক্ষাঙ্গনে দেশের সম্ভ্রম নষ্ট হল। বর্তমান যুগকে বলা হয় 'ইনফরমেশনের যুগ'। যার কাছে যত বেশি তথ্য, সে ততবেশি শক্তিশালী। এই সময়ে তথ্য নষ্ট করার বিপজ্জনক পথে চলতে চাইছে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার। এদের ধ্বংসাত্মক নীতি দেশকে কতখানি অন্ধকারে নিয়ে চলেছে তা কল্পনা করা যায় না। কর্মসংস্থানের প্রকৃত চেহারা পাছে প্রকাশ হয়ে পড়ে এবং সরকারকে সমালোচনার মুখে পড়তে হয়! সেজন্যই যে এই সব করা হচ্ছে তা সকলেই জেনে গিয়েছেন। একটার পর একটা জাতীয় সংস্থাকে কেন্দ্রের সরকার রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করতে গিয়ে তাদের বিশ্বাসযোগ্যতাকে টেনে নামানোয় দেশের যে বিরাট ক্ষতি হচ্ছে, এর পরিণতি যে কতখানি সুদূরপ্রসারী এবং গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে বিষয়টি যে কতখানি বিপজ্জনক তা সচেতন নাগরিক সমাজের বাইরে সাধারণ মানুষের কাছে এখনও বোধগম্য হয়নি। এখানে সরকারের ফ্যাসিবাদী প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। দেশের মেধা শক্তি আগামী দিনের জন্য যে নতুন পরিকল্পনা করবে তার হাতে সঠিক নির্ভরযোগ্য তথ্য থাকছে না। তথ্যভিত্তিক, বস্তুনিষ্ঠ, যুক্তিবাদী চর্চাই আধুনিকতার লক্ষণ- পরিসংখ্যানের বিশ্বাসযোগ্যতাকে ধ্বস্ত করা দণ্ডণীয় অপরাধ কিনা মুখ্য ন্যায়াধীশরাই বলতে পারেন।

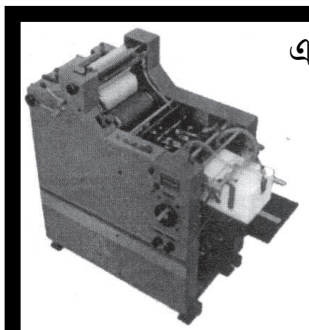

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫

Mob. 9434333820, 9635726620 (Fazlul), 8942808557 (Madhu) : E-Mail : sadhanapress09@gmail.com

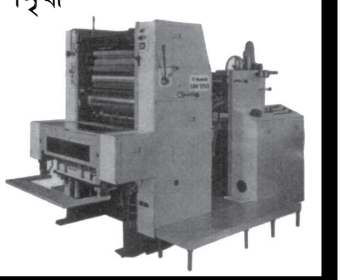

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। বার্তা সম্পাদক : দিনেশ ঝা। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ২ টাকা